bdnews24.com
Bangladesh's First Internet Newspaper

Bangladesh, India sign Rampal power plant construction agreement

Staff Correspondent, **bdnews24.com**

Published: 2016-07-13 00:00:30.0 BdST **Updated:** 2016-07-13 00:22:05.0 BdST

-

PreviousNext

Bangladesh and India have signed an agreement regarding the main construction of the Rampal thermal power plant.

Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) was awarded the contract after being identified as “technically qualified and financially competitive” among the six bidders who participated in the international tender for the project floated by BIFPCL in Feb 2015.

The estimated cost of the project is $1.68 billion.

Bangladesh-India Friendship Power Company Ltd (BIFPCL)'s Managing Director Ujjal Kanti Bhattacharya and representative of BHEL Prem Paul Jadhav signed the agreement on Tuesday at a Dhaka hotel.

Prime Minister's Adviser Tawfiq-e-Elahi Chowdhury, State Minister for Power, Energy and Mineral Resources Nasrul Hamid, Indian Power Secretary Pradeep Pujari and Indian High Commissioner Harsh Vardhan Shringla witnessed the signing.

The Main Plant EPC contract (Turnkey) package for the 2x 660 MW Maitree Super Thermal Power Plant at Rampal in Bagherhat was signed on Tuesday in Dhaka.

The agreement was signed amid criticism by an activist group, the National Committee to Protect Oil, Gas and Mineral Resources, Power and Ports, that the plant near the Sundarbans would have an adverse impact on the heritage site.

The prime minister's adviser, citing Bangladeshi researches, said there would be no adverse impacts on Sundarbans for the project.

Milestone project

The Indian High Commissioner said the project represented “an important milestone” in power sector cooperation between the two countries.

“The success of our multifaceted and extensive cooperation in the power sector is increasingly being regarded as a new paradigm for mutually beneficial cooperation between two neighbouring countries,” he said.

The High Commissioner thanked the Bangladesh government for its “unflinching support and commitment” to the project.

He said Prime Minister Narendra Modi had made it clear that India stood committed to working “shoulder to shoulder” with Bangladesh in the latter’s plan of realising its vision of ‘power to all’ by 2021.

India is already transmitting power to Bangladesh on the Behrampore-Bheramara line.

The second grid interconnection from Agartala, India, to Comilla in Bangladesh was recently inaugurated jointly by the two Prime Ministers.

Several proposals in the power sector are under consideration of both sides.

The joint venture company BIFPCL was incorporated in Dhaka in 2012 pursuant to the signing of a MoU on operations in the power sector between India and Bangladesh on Jan 11, 2010.

On Jan 29 2012, the National Thermal Power Corporation of India and the Bangladesh Power Development Board (BPDB) signed a Joint Venture Agreement to build a 1,320 MW coal-fired thermal power plant, known as Maitree Super Thermal Plant, at Rampal in Bangladesh’s Bagherhat district.

BHEL is India’s largest engineering and manufacturing company and one of the six elite Maharatna companies of India.

It is engaged in the design, engineering, manufacturing, construction, testing, commissioning and servicing of a wide range of products, systems and services in core sectors such as power, transmission, industry, transportation, renewable energy, oil & gas and defence.

The cumulative overseas installed capacity of BHEL manufactured power plants is approximately 10,000 MW, spread across 21 countries.

Financing for the project has been arranged by India’s EXIM Bank under the special financing package for strategic projects.

রামপালে মূল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে চুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, **বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম**

Published: 2016-07-12 22:25:10.0 BdST **Updated:** 2016-07-12 22:26:02.0 BdST

-

PreviousNext

সুন্দরবনের পরিবেশরক্ষায় পাশের এলাকায় বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে আন্দোলনের মধ্যে রামপালে মৈত্রী সুপার থারমাল বিদ্যুৎ প্রকল্পে মূল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে ভারতীয় একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সই হয়েছে।

১ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন ডলারে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করবে ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড (বিএইচইএল)।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ওই কোম্পানির সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকিউরমেন্ট কনস্ট্রাকশন-ইপিসি (টার্নকি) চুক্তি করে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (বিআইএফপিসিএল)।

বিআইএফপিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক উজ্জ্বল কান্তি ভট্টাচার্য এবং বিএইচইএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রেম পাল যাদব চুক্তিতে সই করেন।

চুক্তি সই অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার এই কেন্দ্র নির্মাণে প্রয়োজনীয় ১ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন ডলার অর্থায়ন করবে ভারতীয় এক্সিম ব্যাংক।

২০১৯-২০ অর্থবছরে এ বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে উৎপাদন সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয় চুক্তি সই অনুষ্ঠানে।

বিআইএফপিসিএলের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাংলাদেশে বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ বিপিডিবি এবং ভারতের এনটিপিসি'র সমান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিআইএফপিসিএল কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হয়। মৈত্রী সুপার থারমাল পাওয়ার প্রজেক্ট বিআইএফপিসিএলের প্রথম প্রকল্প, যা সরকারের অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

চুক্তি সই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহি চৌধুরী বলেন, ''সম্প্রতি বাংলাদেশেরই একজন গবেষক বলেছেন, রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে সুন্দরবনের কোনো ক্ষতি হবে না, যেটা আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি।

''পরিবেশের জন্য হুমকি বা ক্ষতিকর কিছু এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের মাধ্যমে হবে না। নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলে সরকারের পক্ষ থেকেও তেমন ব্যবস্থাই নেওয়া হবে।''

ঠিক সময়ে কাজ শেষ করতে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

রামপালে কয়লাভিত্তিক এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হলে সুন্দরবন হুমকির মুখে পড়বে আশঙ্কা প্রকাশ করে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি এর বিরোধিতা করছে। তাদের সঙ্গে কিছু পরিবেশবিদ ও রামপালের বাসিন্দারাও রয়েছেন।

অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব আবুল কালাম আজাদ, ভারতের বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রদীপ কুমার পূজারী, বাংলাদেশের বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মনোয়ার ইসলাম, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, ভারতের এনটিপিসি'র চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক গুরদীপ সিং, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিপি) চেয়ারম্যান শামসুল হাসান মিঞা বক্তব্য দেন।

আমাদের ভাষা গণমানুষের
মানবকণ্ঠ
www.manobkantha.com

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে চুক্তি স্বাক্ষর

রামপাল কয়লাভিত্তিক ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে গতকাল সন্ধ্যায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে ভারতের কোম্পানি ভেলের সঙ্গে চুক্তির পর দলিল হস্তান্তর করা হচ্ছে —মানবকণ্ঠ

নিজস্ব প্রতিবেদক

অবশেষে রামপাল কয়লাভিত্তিক ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে ক্রয় প্রকৌশল ও নির্মাণ (ইপিসি) চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। পরিবেশবাদীদের বিরোধিতার মুখেই এই চুক্তি হলো। এ কেন্দ্র স্থাপনে বিনিয়োগ করবে ভারতের এক্সিম ব্যাংক।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে ভারতের কোম্পানি ভেলের সঙ্গে এই চুক্তি করা হয়েছে। বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের (বিআইএফপিসি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক উজ্জ্বল কান্তি ভট্টাচার্য এবং ভারত হেভি ইলেক্ট্রিক্যালস্ লিমিটেডের (ভেল) পক্ষে জেনারেল ম্যানেজার প্রেম পাল যাদব নিজ নিজ কোম্পানির পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক ই ইলাহী চৌধুরী, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ, বিদ্যুৎ সচিব মনোয়ার ইসলাম, ভারতের কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ সচিব প্রদীপ কুমার পুজারি, ভারতীয় হাইকমিশনার হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা প্রমুখ। এই উপলক্ষে ভারতের বিদ্যুৎ সচিবের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল গতকাল বাংলাদেশে এসেছেন। আজ তারা রামপাল এলাকা পরিদর্শন করবেন বলে জানা যায়।

চুক্তি করার তিন মাসের মধ্যে অর্থনৈতিক চুক্তি (ফিন্যান্সিয়াল ক্লোজিং) করতে হবে। অর্থনৈতিক চুক্তির ৪১ মাসের মধ্যে প্রথম ইউনিট এবং পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

৪৬ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় ইউনিট উৎপাদনে আনতে হবে। এই হিসাবে কেন্দ্র স্থাপন শেষ হবে ২০১৯ সালের শেষে। রামপাল কেন্দ্রের ৭০ শতাংশ অর্থ ঋণ নেয়া হবে। এই ঋণ দেবে ভারতের এক্সিম ব্যাংক। বাকি ৩০ শতাংশ পিডিবি ও এনটিপিসি যৌথভাবে বিনিয়োগ করবে।

সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই কেন্দ্র স্থাপনে আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছে ২০১ কোটি ৪৫ লাখ ৬০ হাজার ডলার। এর ১৫ শতাংশ হিসাবে ৩০ কোটি ২১ লাখ ৮৪ হাজার ডলার দিতে হবে পিডিবিকে।

উপদেষ্টা ড. তৌফিক ই ইলাহী চৌধুরী বলেন, এই বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে সব ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। সন্ত্রাস আমাদের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করতে পারে না।

প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে বিদ্যুৎখাতে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্ব আরো দৃঢ় হবে।

মুখ্যসচিব আবুল কালাম আজাদ বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে আন্তর্জাতিক মানের বিষয়টি সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। নির্ধারিত সময়ে এ বিদ্যুৎকেন্দ্র বাস্তবায়ন হবে বলেও আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

ভারতীয় হাইকমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বলেন, দুই দেশ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। বাংলাদেশের উন্নয়নে সব সময় পাশে থাকবে ভারত।

এর আগে দরপত্র মূল্যায়ন শেষে জানুয়ারি মাসে ভারতের কোম্পানি ভেলকে অনুমোদন দিয়েছিল বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি (বিআইএফপিসিএল), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি), ভারতের ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন (এনটিপিসি) এর স্ব স্ব বোর্ড।

সূত্র জানায়, তিন বোর্ডের অনুমোদন পাওয়ার পর ৩০ জানুয়ারি ভেলকে চিঠি দিয়ে চুক্তি করতে বলা হয়েছিল। শর্ত অনুযায়ী, চিঠি পাওয়ার ২৮ দিনের মধ্যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ভেলকে বিআইএফপিসির সঙ্গে চুক্তি করার কথা। কিন্তু পরে এই সময় বাড়ানো হয়।

গত বছরের ২২ সেপ্টেম্বর রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে তিনটি কোম্পানি দরপ্রস্তাব জমা দেয়। এর মধ্যে যৌথভাবে জাপানের মারুবিনি কর্পোরেশন ও ভারতের লারসেন অ্যান্ড টুব্রো লিমিটেড এবং চীনের হারবিন ইলেকট্রিক ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি লি, ফ্রান্সের এএলএসটিওএম ও চীনের ইটিইআরএন। এছাড়া ভারতীয় কোম্পানি ভারত হেভি ইলেক্ট্রিক্যালস্ লিমিটেড (ভেল) এককভাবে দরপ্রস্তাব জমা দেয়। দরপ্রস্তাবের সঙ্গেই কোম্পানিগুলো কেন্দ্র স্থাপনের বিনিয়োগ কারা করবে তার নিশ্চয়তা নিয়ে এসেছিল।

এদিকে বাংলাদেশের একাধিক পরিবেশবিদ এই কেন্দ্র স্থাপনের বিরোধিতা করে আসছে। তারা মনে করছেন, রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্র হলে সুন্দরবনের ক্ষতি হবে। তাদের বিরোধিতার মধ্যেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

প্রথম আলো

বধুবার, ১৩ জলুাই ২০১৬

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ পর্যায় শুরু

আজ রামপাল সফর ও যৌথ স্টিয়ারিং কমিটির সভা

বিশেষ প্রতিনিধি

বহুল আলোচিত রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ চুক্তি সই হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার একটি হোটেলে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। রাত সাড়ে আটটায় আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিটি সই হয়। এর মাধ্যমে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পর্যায় শুরু হলো।

অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তৃতায় দুই দেশের সবাই এই চুক্তিকে বিদ্যুৎ খাতে বাংলাদেশ-ভারত সহযোগিতার মাইলফলক বলে অভিহিত করেন। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রকে পৃথিবীতে উদাহরণ সৃষ্টিকারী মানসম্পন্ন করে স্থাপন করা এবং ২০১৯ সালের মধ্যে এই কেন্দ্রে উৎপাদন শুরুর বিষয়েও তাঁরা সবাই অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

আজ বুধবার বিকেলে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ স্টিয়ারিং কমিটির সভা হবে। এ উপলক্ষে ঢাকায় আসা ভারতের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের উপস্থিতিতে গতকাল চুক্তি সই হয়। এ চুক্তিতে সই করেন 'বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের (বিআইএফপিসিএল)' ব্যবস্থাপনা পরিচালক উজ্জ্বল কান্তি ভট্টাচার্য ও নির্মাণ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান 'ভারত হেভি ইলেকট্রিক লিমিটেডের (বিএইচইএল বা ভেল) মহাব্যবস্থাপক প্রেম পাল যাদব।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব মো. আবুল কালাম আজাদ, বিদ্যুৎসচিব মনোয়ার

হাসলাম, ভারতের বিদ্যুৎসচিব প্রদীপ কুমার পূজারি, বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, পিডিবির চেয়ারম্যান শামসুল হাসান মিয়া, এনটিপিসির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক গুরুদীপ সিং প্রমুখ বক্তব্য দেন।

আজ সকালে দুই দেশের একটি যৌথ প্রতিনিধিদল রামপাল সফর এবং বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজের অগ্রগতি

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৬

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ

শেষ পৃষ্ঠার পর

পর্যালোচনা করবে। সেখান থেকে ফেরার পর বিকেলে অনুষ্ঠিত হবে যৌথ স্টিয়ারিং কমিটির সভা। দুই দেশের বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ২০১০ সাল থেকে সচিব পর্যায়ের এই কমিটি কাজ করছে। এ ছাড়া কর্মকর্তা পর্যায়ে রয়েছে একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ। আজ সকালে এই গ্রুপের সভা হবে।

এবারের যৌথ স্টিয়ারিং কমিটির সভায় আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে রামপালে বড় আকারের একটি সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, ভারত থেকে আরও বিদ্যুৎ আমদানি, নেপাল ও ভুটানে দুই দেশের যৌথ বিনিয়োগে বিদ্যুৎ উৎপাদন, ভারতের কয়েকটি বড় কোম্পানি (আদানি, রিলায়েন্স ও শাপুরজি পালনজি) বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের যেসব প্রস্তাব দিয়েছে তার অগ্রগতি প্রভৃতি।

রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা।

এখন পর্যন্ত এই কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য কয়লার উৎস, কয়লা আনার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি নিশ্চিত হয়নি। এ ব্যাপারে সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। বিআইএফপিসিএলের একটি সূত্র বলেছে, কেন্দ্রটি নির্মাণে যে সময় লাগবে, তার মধ্যেই কয়লার উৎস ও আমদানির প্রক্রিয়া-পদ্ধতি নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট সময় তাদের হাতে আছে। এই কেন্দ্রের জন্য প্রতিদিন কয়লা লাগবে প্রায় ১০ হাজার মেট্রিক টন।

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণস্থল ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) নিয়ে পরিবেশবাদী সংগঠনের তীব্র আপত্তি রয়েছে। তারা এই কেন্দ্রটিকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের ধ্বংসকারী হিসেবে অভিহিত করে এটি অন্য কোথাও স্থানান্তরের দাবি জানিয়ে আসছে। কেন্দ্রটির নির্মাণস্থল সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তসীমা থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে।

সরকার ও বিআইএফপিসিএল বলে আসছে, পরিবেশবিজ্ঞানী, গবেষক ও এ-সংক্রান্ত উচ্চতর প্রকৌশল জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের পরামর্শ নিয়েই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তা ছাড়া এই প্রকল্পে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি (সুপার ক্রিটিক্যাল) ব্যবহৃত হবে। তাই সুন্দরবনের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা অমূলক। গতকাল চুক্তি সই অনুষ্ঠানেও তারা একই কথা বলেছে।

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম হবে উৎপাদন খরচের সঙ্গে কিছু মুনাফা যুক্ত করে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সরকার কোনো ভর্তুকি দেবে না। প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুতের দামের বিপরীতে স্থানীয় উন্নয়নের জন্য তিন পয়সা করে একটি তহবিলে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিআইএফপিসিএল। এতে বছরে প্রায় ২৭ কোটি টাকা জমা হবে। এই টাকা স্থানীয় রাস্তাঘাট, হাসপাতাল ও অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হবে।

আসল unaid মানেই
কিরন–সুমন–কবির

আমাদের অর্থনীতি

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে চুক্তি সই

দীপক চৌধুরী : রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে ভারত হেভি ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের (বিএইচইএল) সঙ্গে চুক্তি সই করেছে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (বিআইএফপিসিএল)।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে এ চুক্তি সই হয়। বিআইএফপিসিএলের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

চুক্তি অনুযায়ী, ২০১৯ সালের জুলাই মাসের মধ্যে নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার কথা। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এ বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।

চুক্তি সই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন– প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহি চৌধুরী, জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, বিদ্যুৎ সচিব মনোয়ার ইসলাম, ভারতের বিদ্যুৎ সচিব প্রদীপ কুমার পূজারী, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা, ভারতের এনটিপিসি চেয়ারম্যান গুবদীপ সিংহ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান শামসুল হাসান মিয়া, বিএইচএল প্রতিনিধি প্রেম পাল যাদব এবং বিআইএফপিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক উজ্জ্বল কান্তি ভট্টাচার্য। ১৩২০ মেগাওয়াট এ তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে চীনের একটি কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতার পর ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ভারত হেভি ইলেক্ট্রিক্যালস লিমিটেড (বিএইচইএল) ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারের এ কাজ পেল। ভারতের এক্সিম ব্যাংক ১ শতাংশের বেশি কিছু সুদে বিদ্যুৎকেন্দ্রটির জন্য অর্থায়ন করছে বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, কারিগরি কারণে চীনের হারবিন ইলেক্ট্রিক ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি লিমিটেড এ কাজটি এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ১

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) পায়নি। তবে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের মুখপাত্র আনোয়ারুল আজিম সাংবাদিকদের জানান, বিএইচইএল সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়ায় কাজ পেয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ চুক্তি সই

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাগেরহাটের রামপাল মৈত্রী তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরিবেশবিদ ও নাগরিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের তীব্র বিরোধিতার মধ্যেই এক হাজার ৩২০ মেগাওয়াটের কয়লাভিত্তিক এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে চুক্তি সই হলো। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে কেন্দ্রটির মালিক ও পরিচালক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী বিদ্যুৎ কোম্পানি (বিআইএফপিসিএল) এবং ঠিকাদার কোম্পানি ভারত হেভি ইলেক্ট্রিক্যালস লিমিটেডের (ভেল) মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিআইএফপিসিএল বাংলাদেশ পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৭

রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) ও ভারতের ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কোম্পানির (এনটিপিসি) সমান অংশীদারিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিআইএফপিসিএল সূত্র জানায়, বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা (১৫০ কোটি মার্কিন ডলার)। এর ৩০ শতাংশ বিনিয়োগ করবে উদ্যোক্তা কোম্পানি। অবশিষ্ট ৭০ শতাংশ ঋণ নেওয়া হবে। দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী ঠিকাদারই এই ঋণ সংগ্রহ করবে। এ ক্ষেত্রে ভারতের এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট (এক্সিম) ব্যাংক থেকে ভেল ঋণের অর্থ পাবে। ২ শতাংশ সুদে এই অর্থ পাওয়া যাবে।

নির্মাণ ঠিকাদার হিসেবে ভেলের নির্বাচন ও নিযুক্তির বিষয়টি বাংলাদেশ পক্ষ তথা পিডিবি অনুমোদন করেছে গত জানুয়ারি মাসে। এরপর এনটিপিসির অনুমোদন পাওয়ার পর চুক্তি সইয়ের জন্য ভেলকে চিঠি দেওয়া হয়। তবে এই প্রকল্পের যন্ত্রপাতি (ক্যাপিটাল মেশিনারিজ) শুল্কমুক্ত আমদানির আবেদন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) দেরিতে মঞ্জুরি দেয়ায় নির্মাণ চুক্তি সইও পিছিয়ে যায়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে ২০১০ সালে পিডিবি ও এনটিপিসি'র মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। আমদানিকৃত কয়লানির্ভর সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তির এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ ২০২৩ সালের জুনের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে কেন্দ্রটিতে ব্যবহারের জন্য কয়লার উৎস, কয়লা আনার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি এখনো নিশ্চিত করা হয়নি। নির্মাণশেষে কেন্দ্রটির জন্য প্রতিদিন কয়লা লাগবে প্রায় ১০ হাজার মেট্রিক টন।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রটির নির্মাণস্থল সুন্দরবনের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তসীমা থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে। এটি নির্মাণের সময় ও পরবর্তীতে পরিবেশ দূষণের ফলে সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে উল্লেখ করে দীর্ঘদিন ধরেই প্রকল্পটি অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার দাবি জানিয়ে আসছেন পরিবেশবিদরা। একই দাবিতে পদযাত্রাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে রাজনৈতিক দলসহ দেশের পরিবেশবাদী বিভিন্ন সংগঠন।

দৈনিক
জনকণ্ঠ

রামপাল বিদ্যুত চুক্তি স্বাক্ষর

স্টাফ রিপোর্টার ॥ মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (বিআইএফপিসিএল); যা দেশের আলোচিত রামপাল বিদ্যুত কেন্দ্র নামে পরিচিত। সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্পের তালিকায় থাকা বিদ্যুত কেন্দ্রটির এবার

(২ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

রামপাল বিদ্যুত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নির্মাণ কাজ শুরু হবে। ভারত হেবি ইলেক্ট্রিক্যালস লিমিটেড (ভেল) বিদ্যুত কেন্দ্রটি টার্ন কী ভিত্তিতে নির্মাণ করবে। বিদ্যুত কেন্দ্রের (ইপিসি) মূল অবকাঠামো নির্মাণে ব্যয় হবে এক দশমিক ৪৯ বিলিয়ন ডলার। এটি ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্থাৎ তিন বছরের মধ্যে উৎপাদন শুরু করবে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁয়ে বিদ্যুত কেন্দ্রের চুক্তি স্বাক্ষর করেন বিআইএফপিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক উজ্জ্বল কান্তি ভট্টাচার্য। অন্যদিকে ভেলের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) প্রেম পাল যাদভ।

গত মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের বিদ্যুত সঙ্কট মোকাবেলায় প্রতিবেশী ভারতের সহায়তা প্রত্যাশা করেন। তখন ২০১০ সালে ভারত সফরের সময় বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বিদ্যুত খাতে সহায়তা সম্প্রসারণে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হয়। এই সমঝোতার আলোকে বাংলাদেশ বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) এবং ভারত ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কোম্পানি (এনটিপিসি) যৌথভাবে বিআইএফপিসিএল গঠন করে। পরবর্তী সময়ে কোম্পানিটি বাংলাদেশের বাগেরহাটের রামপালে একটি কয়লাচালিত বিদ্যুত কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। সকল প্রক্রিয়া শেষের পরও ভারত এবং বাংলাদেশের দুটি সরকার পরিবর্তনের মতো সিদ্ধান্তে প্রকল্পটি পিছিয়ে যায়। দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রকল্পটি বিশেষ অগ্রাধিকার তালিকায় ঠাঁই দেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও দায়িত্ব নেয়ার পর রামপাল প্রকল্প বাস্তবায়নে তার সরকারের সমর্থন রয়েছে বলে ঘোষণা করেন। যদিও বাংলাদেশে পরিবেশবাদীরা রামপাল প্রকল্পের বিরোধিতা করে আসছেন। সরকার এক্ষেত্রে রাপমাল বিদ্যুত কেন্দ্রের জন্য সুন্দরবনের ক্ষতি হবে না জানিয়ে তাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। সম্প্রতি রামপাল নিয়ে পরিবেশবাদীদের কাছে সরকার নিজস্ব অবস্থান ব্যাখ্যা করে। তবে ওই আলোচনায় পরিবেশবাদীরা সন্তুষ্ট নয় বলে সরকারকে জানিয়ে যায়।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বলেন, ভারত এবং বাংলাদেশের দুটি রাষ্ট্রীয় কোম্পানি বিদ্যুত কেন্দ্রটি নির্মাণ করছে। এজন্য আমরা আশা করছি বিদ্যুত কেন্দ্রটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদনে আসবে। কোন রকম বিলম্বের কারণে যাতে বিদ্যুত কেন্দ্রটির প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি না পায় সে জন্য সকলকে সতর্ক থাকতে বলেন তিনি।

বিদ্যুত জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, বিদ্যুত কেন্দ্রটি ভারত এবং বাংলাদেশের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় করবে। তিনি বলেন, এই উদ্যোগ শুধু ভারত-বাংলাদেশ নয় সার্কের অন্যান্য দেশও উপকৃত হবে। তিনি দাবি করেন, বিদ্যুত কেন্দ্রটি সুন্দরবনের ক্ষতি করবে না। এজন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভারতের বিদ্যুত সচিব প্রদীপ কুমার পূজারী বলেন, আন্তর্জাতিক সকল মানদন্ড অনুসরণ করে যাতে ভেল বিদ্যুত কেন্দ্রটি নির্মাণ করে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি। প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জানানো হয় মূল বিদ্যুত কেন্দ্র নির্মাণে ব্যয় হবে এক দশমিক ৪৯ বিলিয়ন ডলার। এক্সিম ব্যাংক অব ইন্ডিয়া বিদ্যুত কেন্দ্রটিতে ঋণ সহায়তা প্রদান করবে। বিদ্যুত কেন্দ্রটি উৎপাদন শুরু করবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে। দুটি সমান ক্ষমতার ৬৬০ মেগাওয়াটের ইউনিট নির্মাণ করা হবে। বিদ্যুত কেন্দ্রের অর্ধেক মালিকানা থাকবে পিডিবির কাছে বাকি অর্ধেক থাকবে এনটিপিসির কাছে। ঋণের বাইরেও ৩০ শতাংশ বিনিয়োগ থাকছে ভারত এবং বাংলাদেশের।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিদ্যুত সচিব মনোয়ার ইসলাম, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা, এনটিপিসির চেয়ারম্যান এ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর (সিএমডি) গুরুদীপ সিং, পিডিবির চেয়ারম্যান শামসুল হানান মিঞা উপস্থিত ছিলেন।

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক
THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর

মঙ্গলবার রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের চুক্তি সইয়ের পর ভারতের বিএইচইএলের পক্ষে প্রেমপাল যাদব এবং বাংলাদেশের বিআইএফপিসিএলের পক্ষে উজ্জ্বলকান্তি ভট্টাচার্য করমর্দন করেন যুগান্তর

রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে চুক্তি সই

'সুন্দরবনের ক্ষতি হবে না'

যুগান্তর রিপোর্ট

রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প সুন্দরবনের ওপর নেতিবাচক কোনো প্রভাব ফেলবে না। এ প্রকল্প দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে বড় ভূমিকা রাখবে। এছাড়া ভারত-বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও দৃঢ় করবে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের চুক্তি সই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ এবং ভারতের বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্টরা এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড (বিআইএফপিসিএল), ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেডের (বিএইচইএল) সঙ্গে বাগেরহাটের রামপালে ২×৬৬০ মৈত্রী সুপার থারমাল পাওয়ার প্রজেক্ট বাস্তবায়নে মূল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের চুক্তি সই করে। বিএইচইএলের পক্ষে প্রেমপাল যাদব এবং বিআইএফপিসিএলের পক্ষে উজ্জ্বলকান্তি ভট্টাচার্য চুক্তিতে সই করেন।

সংশ্লিষ্টরা বলেন, আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক মূল্যায়নের সবচেয়ে উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় বিআইএফপিসিএল ভারতীয় কোম্পানি বিএইচইএল'কে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের জন্য নির্বাচিত করে। এ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাংলাদেশের সার্বিক তথা বিদ্যুৎ খাতের ■ পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ৭

রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে চুক্তি সই

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ১.৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের এ চুক্তির অর্থায়ন করবে ভারতীয় এক্সিম ব্যাংক। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এমপি, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সচিব আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশের বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের সচিব মনোয়ার ইসলাম, ভারতীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রদীপ কুমার পূজারী, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, ভারতের এনটিপিসির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক গুরুদীপ সিং, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) চেয়ারম্যান মো. শামসুল হাসান মিঞা প্রমুখ।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

ওহ দলের এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ

চুক্তি স্বাক্ষর, উৎপাদন শুরু ২০১৯ সালে

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাগেরহাটের রামপাল উপজেলায় ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থারমাল পাওয়ার প্রজেক্ট বাস্তবায়নে মূল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে চুক্তি হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি (প্রা.) লিমিটেড (বিআইএফপিসিএল) এবং ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেডের (বিএইচইএল) মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকিউরমেন্ট কনস্ট্রাকশন-ইপিসি (টার্নকি) এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

চুক্তি স্বাক্ষর, উৎপাদন

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের এ চুক্তির অর্থায়ন করবে ভারতীয় এক্সিম ব্যাংক। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব আবুল কালাম আজাদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বিএইচইএলের জেনারেল ম্যানেজার প্রেম পাল যাদব ও বিআইএফপিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক উজ্জ্বলকান্তি ভট্টাচার্য নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক মূল্যায়নে সবচেয়ে উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় বিআইএফপিসিএল ভারতীয় কোম্পানি বিএইচইএলকে এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য নির্বাচিত করে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত তথা সার্বিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলেও অনুষ্ঠানে জানানো হয়।

নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ

ভারতীয় কোম্পানি ভেলের সঙ্গে ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্লান্টের নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (বিআইএফপিসিএল)। এটি দেশে বহুল আলোচিত রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নামে পরিচিত। সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্পের তালিকায় থাকা বিদ্যুৎকেন্দ্রটির এবার নির্মাণকাজ শুরু হবে। ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যাল লিমিটেড (বিএইচইএল) বিদ্যুৎকেন্দ্রটি টার্নকি এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৪

ভারতীয় কোম্পানি ভেলের

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ভিত্তিতে নির্মাণ করবে। বিদ্যুৎকেন্দ্রের (ইপিসি) মূল অবকাঠামো নির্মাণে ব্যয় হবে ১ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন ডলার। তবে সব মিলিয়ে দুই বিলিয়ন ডলার খরচ হবে। বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ২০১৯ সালের জুলাই মাসে উৎপাদন শুরু করবে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তি স্বাক্ষর করেন বিআইএফপিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক উজ্জ্বল কান্তি ভট্টাচার্য। অন্যদিকে ভেলের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) প্রেম পাল যাদভ।

গত মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের বিদ্যুৎ সংকট মোকাবিলায় প্রতিবেশী ভারতের সহায়তা প্রত্যাশা করেন। তখন ২০১০ সালে ভারত সফরের সময় বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে সহায়তা সম্প্রসারণে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হয়। এই সমঝোতার আলোকে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) ও ভারত ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কোম্পানি (এনটিপিসি) যৌথভাবে বিআইএফপিসিএল গঠন করে। পরবর্তী সময়ে এই কোম্পানিটি বাংলাদেশের বাগেরহাটের রামপালে একটি কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। সব প্রক্রিয়া শেষের পরেও ভারত এবং বাংলাদেশ দুই দেশের সরকার পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পটি পিছিয়ে যায়। দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করার পর শেখ হাসিনা প্রকল্পটিকে বিশেষ অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও দায়িত্ব নেওয়ার পর রামপাল প্রকল্প বাস্তবায়নে তার সরকারের সমর্থন রয়েছে বলে ঘোষণা দেন। যদিও বাংলাদেশে পরিবেশবাদীরা রামপাল প্রকল্পের বিরোধিতা করে আসছেন। সরকার এক্ষেত্রে রাপমাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য সুন্দরবনের ক্ষতি হবে না জানিয়ে তাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। অতিসাম্প্রতিক সময়ে রামপাল নিয়ে পরিবেশবাদীদের কাছে সরকার নিজস্ব অবস্থান ব্যাখ্যা করে। তবে ওই আলোচনায় পরিবেশবাদীরা সন্তুষ্ট নয় বলে সরকারকে জানিয়ে যায়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই- ইলাহী চৌধুরী বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের দুটি রাষ্ট্রীয় কোম্পানি বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণ করছে। এজন্য আমরা আশা করছি বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদনে আসবে। কোনো রকম বিলম্বের কারণে যাতে বিদ্যুৎকেন্দ্রটির প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি না পায় সে জন্য সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ভারত ও বাংলাদেশের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় করবে। এ উদ্যোগে শুধু ভারত-বাংলাদেশ নয়, সার্কের অন্য দেশগুলোও উপকৃত হবে। তিনি দাবি করেন বিদ্যুৎকেন্দ্রটি সুন্দরবনের ক্ষতি করবে না। এজন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব আবুল কালাম আজাদ ভারতীয় প্রতিনিধিদের উদ্দেশ বলেন, আমরা আশা করব বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই উৎপাদনে আসবে। তবে যদি আরও কম সময়ের মধ্যে উৎপাদনে নিয়ে আসা যায় সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। ভারতের বিদ্যুৎসচিব প্রদীপ কুমার পূজারী বলেন, আন্তর্জাতিক সব মানদণ্ড অনুসরণ করে যাতে ভেল বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণ করে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি। প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

আলোকিত বাংলাদেশ
উন্নয়নের মূলধারায়

রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে চুক্তি সই

● নিজস্ব প্রতিবেদক

রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে ভারতীয় কোম্পানি ভেলের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চুক্তিটি সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (বিআইএফপিএল) ১৩২০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার কয়লাভিত্তিক মৈত্রী সুপার থারমাল

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

● ১ম পৃষ্ঠার পর

পাওয়ার নামে এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপিত হবে। এর আগে চুক্তি স্বাক্ষরে ভারতের প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশে পৌঁছে। প্রতিনিধি দলটি আজ রামপাল এলাকা পরিদর্শন করবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দরপত্র মূল্যায়ন শেষে জানুয়ারি মাসে ভারতের কোম্পানি ভেলকে অনুমোদন দিয়েছিল বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি (বিআইএফপিসিএল), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি), ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার করপোরেশনের (এনটিপিসি) নিজ নিজ বোর্ড।

তিন বোর্ডের অনুমোদন পাওয়ার পর ৩০ জানুয়ারি ভেলকে চিঠি দিয়ে চুক্তি করতে বলা হয়। শর্ত অনুযায়ী, চিঠি পাওয়ার ২৮ দিনের মধ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ভেলকে বিআইএফপিসিএলের সঙ্গে চুক্তি করার কথা ছিল। তবে পরে এ সময় বাড়ানো হয়।

জানা যায়, গত বছরের ২২ সেপ্টেম্বর রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে তিনটি কোম্পানি দরপ্রস্তাব জমা দেয়। এর মধ্যে যৌথভাবে জাপানের মারুবিনি করপোরেশন ও ভারতের লারসেন অ্যান্ড টুব্রো লিমিটেড এবং চীনের হারবিন ইলেকট্রিক ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি লিমিটেড, ফ্রান্সের এএলএসটিওএম ও চীনের ইটিইআরএন। এছাড়া ভারতীয় কোম্পানি ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড (ভেল) এককভাবে দরপ্রস্তাব জমা দেয়। দরপ্রস্তাবের সঙ্গেই কোম্পানিগুলো কেন্দ্র স্থাপনে বিনিয়োগ কারা করবে তার নিশ্চয়তা নিয়ে এসেছিল।

চূড়ান্ত চুক্তি করার তিন মাসের মধ্যে অর্থনৈতিক চুক্তি করতে হবে। অর্থনৈতিক চুক্তির ৪১ মাসের মধ্যে প্রথম ইউনিট এবং ৪৬ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় ইউনিট উৎপাদনে আনতে হবে। এ হিসাবে কেন্দ্র স্থাপন শেষ হবে ২০১৯ সালের শেষে। রামপাল কেন্দ্রের ৭০ শতাংশ অর্থ ঋণ নেয়া হবে। এ ঋণ দেবে ভারতের এক্সিম ব্যাংক। বাকি ৩০ শতাংশ পিডিবি ও এনটিপিসি যৌথভাবে বিনিয়োগ করবে। সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ কেন্দ্র স্থাপনে আনুমানিক খরচ হবে ২০১ কোটি ৪৫ লাখ ৬০ হাজার ডলার। এর ১৫ শতাংশ হিসাবে ৩০ কোটি ২১ লাখ ৮৪ হাজার ডলার দিতে হবে পিডিবিকে।

রামপালে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন হলে সেটি পরিবেশবান্ধব হবে কিনা– তা পর্যবেক্ষণ করতে ইউনেস্কোর একটি প্রতিনিধি দল এরই মধ্যে রামপাল এলাকা পরিদর্শন করে গেছে। এদিকে বাংলাদেশের একাধিক পরিবেশবিদ এ কেন্দ্র স্থাপনের বিরোধিতা করে আসছে। তারা মনে করছেন, রামপালে বিদ্যুৎ কেন্দ্র হলে সুন্দরবনের ক্ষতি হবে।

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ

রামপালে মূল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে চুক্তি

কাগজ প্রতিবেদক : বাগেরহাটের রামপালে ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থারমাল পাওয়ার প্রকল্প বাস্তবায়নে মূল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে চুক্তি সই হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি (প্রা.) লিমিটেড (বিআইএফপিসিএল) এবং ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড (বিএইচইএল) এর মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকিউরমেন্ট কনস্ট্রাকশন-ইপিসি (টার্নকি) চুক্তি সই হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহি চৌধুরী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব আবুল কালাম আজাদ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিএইচইএলের জেনারেল ম্যানেজার প্রেম পাল যাদভ এবং বিআইএফপিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক উজ্জ্বল কান্তি ভট্টচার্য নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। এক দশমিক ৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের এ চুক্তির

➤ এরপর-পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

রামপালে মূল বিদ্যুৎকেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

অর্থায়ন করবে ভারতীয় এক্সিম ব্যাংক। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে বলে অনুষ্ঠানে জানানো হয়। আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র আহবানের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক মূল্যায়নে সবচেয়ে উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় বিআইএফপিসিএল ভারতীয় কোম্পানি বিএইচইএলকে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মনোয়ার ইসলাম, ভারতের বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রদীপ কুমার পূজারি, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা, ভারতের এনটিপিসির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক গুরদীপ সিং, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিপি) চেয়ারম্যান শামসুল হাসান মিঞা উপস্থিত ছিলেন।

বণিক বার্তা beta
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

হোটেল সোনারগাঁওয়ে গতকাল রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ চুক্তি সই করেন বিএইচইএলের মহাব্যবস্থাপক প্রেম পাল যাদব ও বিআইএফপিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক উজ্জ্বল কান্তি ভট্টাচার্য
ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

রামপালে মূল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে ১৪৯ কোটি ডলারের চুক্তি সই

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

রামপালে ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াটের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ শিগগিরই শুরু হতে যাচ্ছে। মূল বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণে গতকাল চুক্তি সই হয়েছে। বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (বিআইএফপিসিএল) ও ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেডের (বিএইচইএল) মধ্যে গতকাল ১৪৯ কোটি ডলারের চুক্তি সই হয়। বিএইচইএলের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক প্রেম পাল যাদব ও বিআইএফপিসিএলের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক উজ্জ্বল কান্তি ভট্টাচার্য।

হোটেল সোনারগাঁওয়ে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ-বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ-বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ, বিদ্যুৎ সচিব মনোয়ার ইসলাম, ভারতের বিদ্যুৎ সচিব প্রদীপ কুমার পূজারি, ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা, ভারতের ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ার করপোরেশনের (এনটিপিসি) চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক গুরদীপ সিং, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) চেয়ারম্যান মো. শামসুল হাসান মিঞাসহ দুই দেশের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক এগিয়ে যাচ্ছে মন্তব্য করে ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ভাইস প্রেসিডেন্ট আরশাদ মনসুরের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র সুন্দরবনের ওপর কোনো ধরনের বিরূপ ফেলবে না।

তিনি বলেন, বিদ্যুৎকেন্দ্রটি স্টেট অব দ্য আর্ট টেকনোলজিতে হবে। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যুৎকেন্দ্র হিসেবে রামপালকে ঘোষণা করব।

দুদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রসঙ্গ টেনে প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, যৌথভাবে ভারত-বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্পের শুভ সূচনা হতে যাচ্ছে। নির্মাণ চুক্তি হয়েছে ১৪৯ কোটি ডলারের। তবে প্রকল্প খরচ আরো বেশি, যা ২০০ কোটি ডলারের উপরে। আশা করছি, যৌথ এ বিদ্যুৎ প্রকল্প আমাদের বন্ধুত্বকে আরো গভীর করবে।

আবুল কালাম আজাদ বলেন, ২০০৯ সালের পর দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৯ হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়েছে। আর উৎপাদন সক্ষমতা ১৪ হাজার মেগাওয়াটের বেশি। ২০১৯ সালের জুলাইয়ের মধ্যে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ সম্পন্ন হবে।

ভারতীয় নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে তিনি বলেন, বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে আমরা সব ধরনের সহযোগিতা দেব। তবে সময় বাড়ানো হবে না। যদি আপনারা আরো কম সময়ের মধ্যে এটি নির্মাণ সম্পন্ন করতে পারেন, তাকে আমরা স্বাগত জানাব। এতে সহায়তা করব।

রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ নির্ধারিত খরচ ও সময়ের মধ্যে শেষ হবে বলে জানান ভারতের বিদ্যুৎ সচিব। তিনি বলেন, যারা বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণের কাজ পাচ্ছে, তারা দক্ষ ও অভিজ্ঞ। বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি দিয়েই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণ করা হবে।

> নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নির্মাণকাজ শেষ হবে
> —ভারতের বিদ্যুৎ সচিব

জানা গেছে, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের দুটি ইউনিটের মধ্যে প্রথমটি ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে চালুর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় ইউনিটটি চালু হওয়ার কথা ২০১৯ সালে।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর আজ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনে যাচ্ছে যৌথ প্রতিনিধি দল। ১৮ সদস্যের প্রতিনিধি দলে বাংলাদেশের পক্ষে রয়েছেন আট ও ভারতের ১০ জন। বাংলাদেশ দলের নেতৃত্বে থাকছেন প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ-বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন দেশটির বিদ্যুৎ সচিব প্রদীপ কুমার পূজারি।

বিদ্যুৎ বিভাগের তথ্যমতে, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পের সঙ্গে রেল ও সড়ক সংযোগের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মাটি ভরাটের কাজ চলছে। মূল বিদ্যুৎকেন্দ্রের ফেন্সিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জিও টেকনিক্যাল সার্ভের কাজ করা হয়েছে। টাউনশিপের আওতায় ৬০০ থেকে ৮০০ পরিবারের জন্য আবাসিক এলাকার নির্মাণকাজ চলছে।

প্রকল্পের মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে কর অবকাশ সুবিধা দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এছাড়া ভারত থেকে বিদ্যুৎকেন্দ্রটির যন্ত্রপাতি আনতে পশুর নদী ড্রেজিংয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

রামপালে মূল বিদ্যুৎকেন্দ্র

শেষ পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ্য, পিডিবি ও এনটিপিসির যৌথ উদ্যোগে বিআইএফপিসিএল প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ভারতের বিএইচইএল প্রকল্পটির ঠিকাদার হিসেবে কাজ করছে। আর প্রকল্পটি অর্থায়নে ৩০ শতাংশ ঋণ দেবে ভারতের এক্সিম ব্যাংক ও ৭০ শতাংশ ইসিএ (এক্সপোর্ট ক্রেডিট এজেন্সি) ঋণ নিচ্ছে সরকার।

মানবজমিন

রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর

বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলায় মৈত্রী সুপার থারমাল প্রজেক্ট বাস্তবায়নে মূল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ভারতের সঙ্গে ইপিসি (টার্নকী) চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশ। গতকাল রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে দুই দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। এতে যৌথভাবে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক উজ্জ্বল কান্তি ভট্টাচার্য ও ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেডের প্রতিনিধি প্রেম পাল যাদভ।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক মূল্যায়নে সবচেয়ে উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় এই দুটি কোম্পানিকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ১ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের এই চুক্তির অর্থায়ন করবে ভারতীয় এক্সিম ব্যাংক। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে বলেও জানানো হয় অনুষ্ঠানে।

ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বলেন, এই প্রকল্প নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। তবে একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন রামপাল সুন্দরবনে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে না। আমরাও সেটা আশ্বস্ত করতে চাই। রামপালে আমাদের দেশের বিদ্যুৎ খাত লাভবানই হবে। তিনি বলেন, আমাদের উচিত সামনের দিকে তাকানো। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা থেমে থাকবে না। কোনো ধরনের ভয়-ভীতি, সন্ত্রাসবাদ এদেশের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিতে পারবে না। তাই যুবকদের প্রতি আহ্বান জানাবো, সর্বনাশ, ধর্মান্ধতার পথ ছেড়ে সঠিক পথে আসুন। দেশের উন্নয়নে কাজ করুন।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুত্বের সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট রামপাল। বন্ধুত্বের স্বাক্ষর হিসেবে আমরা ভারত থেকে আরো বিদ্যুৎ পেতে যাচ্ছি। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টির কারণে আমাদের উন্নতি সাধিত হচ্ছে। এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ বলেন, এর আগে অনেক প্রকল্প নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। পরে দেখা গেছে সরকারের উদ্যোগই সঠিক পথে ছিল। আমরা আশ্বস্ত করতে চাই, আগের যেকোনো প্রকল্পের চেয়ে অনেক ভালো প্রযুক্তি দিয়ে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ হচ্ছে। দুই প্রধানমন্ত্রী তাদের কমিটমেন্ট রক্ষার জন্য সব ধরনের সহযোগিতা করবেন।

অনুষ্ঠানে ভারতের বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রদীপ কুমার পূজারী বলেন, আমরা নিশ্চিত করছি, এই প্রকল্প নির্দিষ্ট সময় ও ব্যয়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে। এর জন্য আমাদের সক্রিয় ভূমিকা থাকবে। আমরা উভয় পক্ষ খুব ঘনিষ্ঠভাবে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকবো।

বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ সচিব মনোয়ার ইসলাম বলেন, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সুন্দরবনে কোনো ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। আমরা এটা নিশ্চিত করছি। এই প্রকল্প খুবই হেল্পফুল হবে আমাদের জন্য।

এই বিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশ এর বন্ধুত্বের দ্বার আরো উন্মোচিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা।

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বুধবার রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে চুক্তি স্বাক্ষরের পর দলিল হস্তান্তর করেন বিআইএফপিসিএলের এমডি উজ্জ্বল কান্তি ভট্টাচার্য ও ভেলের জিএম প্রেম পাল যাদব ■ সমকাল

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে চুক্তি সই

■ সমকাল প্রতিবেদক

অবশেষে গতকাল রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে চূড়ান্ত চুক্তি সই হয়েছে। সোনারগাঁও হোটেলে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের নির্মাণ চুক্তি (ইপিসি) সই হয়। সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্পের তালিকায় থাকা বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণ করবে ভারত হেভি ইলেক্ট্রিক্যালস লিমিটেড (ভেল)। এ জন্য ভেলকে দিতে হবে এক দশমিক ৪৯ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানির (বিআইএফপিসিএল) এই প্রকল্পটি ২০১৯ সালের জুলাই মাসে বাণিজ্যিক উৎপাদনে আসবে বলে জানানো হয়েছে। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের বিরোধিতা করে আসছেন পরিবেশবাদীরা।

■ পৃ. ১৩ : ক. ১ ● ছবি : পৃষ্ঠা-২

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

এই চুক্তি সইয়ের জন্য গতকাল সন্ধ্যায় ভারতের বিদ্যুৎ সচিব প্রদীপ কুমার পূজারীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল ঢাকা আসে। চুক্তিপত্রে সই করেন বিআইএফপিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক উজ্জ্বল কান্তি ভট্টাচার্য ও ভেলের পক্ষে সই করেন প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) প্রেম পাল যাদব।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বলেন, ভারতের দুটি রাষ্ট্রীয় কোম্পানি বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণে সম্পৃক্ত। আশা করছি বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদনে আসবে। প্রকল্প নির্মাণে যেন বিলম্ব না ঘটে এবং প্রকল্প ব্যয় যাতে না বাড়ে, সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকতে বলেন তিনি। উপদেষ্টা বলেন, সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে আটকানো যাবে না।

বিদ্যুৎ-জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ভারত এবং বাংলাদেশের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় করবে। তিনি বলেন, বিদ্যুৎকেন্দ্রটি সুন্দবনের ক্ষতি করবে না। এ জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ বলেন, ২০০৯ সালে যখন তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (রেন্টাল-কুইক রেন্টাল) নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তখন নানা সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু সব সমালোচনার মুখে ছাই দিয়ে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা প্রায় ১৪ হাজার মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। রামপাল প্রকল্প নিয়েও এমন সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প এখন বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

ভারতের বিদ্যুৎ সচিব প্রদীপ কুমার পূজারী বলেন, আন্তর্জাতিক সব মানদণ্ড অনুসরণ করে যাতে ভেল বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণ করে, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি। প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বিদ্যুৎ সচিব মনোয়ার ইসলাম বলেন, পরিবেশবাদীদের দুশ্চিন্তার কারণ নেই। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বলেন, এ প্রকল্পটির নাম মৈত্রী বিদ্যুৎকেন্দ্র। এর ফলে দু'দেশের সম্পর্ক আরও গভীর হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এনটিপিসির চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর (সিএমডি) গুরুদীপ সিং বলেন, ভারতের বড় কোম্পানি এ প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে। এটি যথাসময়ে চালু হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। পিডিবির চেয়ারম্যান শামসুল হাসান মিঞা বলেন, প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে ব্যয় হবে এক দশমিক ৪৯ বিলিয়ন ডলার। তবে মোট প্রকল্প ব্যয় পড়বে ২ বিলিয়ন ডলার। এক্সিম ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ঋণ সহায়তা দেবে। ঋণ বাদে বাকি ব্যয় এনটিপিসি ও পিডিবি বহন করবে। ঋণের সুদের হার হবে ১ শতাংশ ও লায়বর। ২০ বছর মেয়াদি এ ঋণের জন্য ৭ বছর গ্রেস পিরিয়ড পাওয়া যাবে। আগামী আগস্টের মধ্যে ঋণ চুক্তি সই হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ২০১০ সালে ভারত সফরের সময় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে সহায়তা সম্প্রসারণে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়। এই সমঝোতার আলোকে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) এবং ভারত ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার পাওয়ার কোম্পানি (এনটিপিসি) যৌথভাবে বিআইএফপিসিএল নামে একটি কোম্পানি গঠন করে। পরবর্তী সময়ে এই কোম্পানিটি বাংলাদেশের বাগেরহাটের রামপালে একটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রকল্পটিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেন।

নয়া দিগন্ত

রামপালে ১৩২০ মেগাওয়াট মূল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে চুক্তি

● নয়া দিগন্ত ডেস্ক

বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলায় এক হাজার ৩২০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থারমাল পাওয়ার প্রজেক্ট বাস্তবায়নে মূল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলানিউজ।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি (প্রাঃ) লিমিটেড (বিআইএফপিসিএল) এবং ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেডের (বিএইচইএল) মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকিউরমেন্ট কনস্ট্রাকশন-ইপিসি (টার্নকি) চুক্তি সই হয়।

প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহি চৌধুরী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব আবুল কালাম আজাদ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিএইচইএলের জেনারেল ম্যানেজার প্রেম পাল যাদব এবং বিআইএফপিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক উজ্জ্বল কান্তি ভট্টাচার্য নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের এ চুক্তির অর্থায়ন করবে ভারতীয় এক্সিম ব্যাংক। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে অনুষ্ঠানে জানানো হয়।

আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক মূল্যায়নে সবচেয়ে উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় বিআইএফপিসিএল ভারতীয় কোম্পানি বিএইচইএলকে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য নির্বাচিত করে। বিদ্যুৎকেন্দ্রটি বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাত তথা সার্বিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলেও অনুষ্ঠানে জানানো হয়।

অত্যন্ত দক্ষতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে পরিবেশগত কঠোর নিয়মকানুন অনুসরণ করে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পটিকে পরিবেশবান্ধব করার জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে। এ ছাড়া পরিবেশগত সুরক্ষা এবং স্থানীয় জনগণের জীবন-মানের উন্নয়নে বিআইএফপিসিএল স্বেচ্ছায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মনোয়ার ইসলাম, ভারতের বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রদীপ কুমার পূজারী, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা, ভারতের এনটিপিসির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক গুরদীপ সিং, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিপি) চেয়ারম্যান শামসুল হাসান মিঞা উপস্থিত ছিলেন।

সুন্দরবন ধ্বংসের আয়োজন ছাত্রসমাজ প্রতিহত করবে

বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ

● নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের ফুসফুস সুন্দরবনকে ধ্বংস করার যেকোনো আয়োজনকে সব দেশপ্রেমিক-বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করবে ছাত্রসমাজ।

বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের কেন্দ্রীয় সভাপতি ইমরান হাবিব রুমন ও সাধারণ সম্পাদক স্থপতি সুব্রত সরকার গতকাল এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণচুক্তি সই হওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে তারা বলেন, সুন্দরবনের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থলের মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ হবে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। সারা দেশের দেশপ্রেমিক-সচেতন জনগণ এই বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিলের দাবিতে দীর্ঘ দিন ধরে লাগাতার আন্দোলন করে আসছে। বিশ্বের বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংস্থা সুন্দরবন রক্ষায় এই প্রকল্প বাতিলের দাবি জানিয়েছে। তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি দু'টি লংমার্চসহ সারা দেশে নানাবিধ কর্মসূচি পালন করেছে। এসব কর্মসূচিতে সারা দেশের শিক্ষক-শিক্ষার্থী-বুদ্ধিজীবিসহ দেশের সাধারণ জনগণ অভূতপূর্ব সমর্থন দিয়েছে। বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চও সারা দেশে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে; কিন্তু সরকার জনগণের এই দাবির প্রতি ন্যূনতম কর্ণপাত না করে সুন্দরবন বিধ্বংসী এই আয়োজনের চূড়ান্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে।

কালের কণ্ঠ

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ চুক্তি সই

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সুন্দরবনের পাশে বাগেরহাটের রামপালে এক হাজার ৩২০ মেগাওয়াটের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ চুক্তি সই করেছে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (বিআইএফপিসিএল)।

ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড (ভেল) বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণ করবে। কেন্দ্রের (ইপিসি) মূল অবকাঠামো নির্মাণে ব্যয় হবে ১ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন (১৪৯ কোটি) ডলার। কেন্দ্রটি ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্থাৎ তিন বছরের মধ্যে উৎপাদন শুরু করবে।

বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হলে সুন্দরবন ধ্বংস হবে—এমনটি মনে করে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি এবং দেশের পরিবেশবাদী সংগঠন। এ কারণে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি রামপাল থেকে সরিয়ে দেশের অন্যত্র করার অনুরোধ জানিয়ে আসছিল তারা। তবে সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, এ কেন্দ্রটি সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তির হওয়ায় এখানে দূষণের মাত্রা কম হবে।

> বাংলাদেশ ভারতের যৌথ উদ্যোগে এ প্রকল্প উৎপাদনে যাবে তিন বছরের মধ্যে

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তি স্বাক্ষর করেন বিআইএফপিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক উজ্জ্বল কান্তি ভট্টাচার্য। ভেলের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) প্রেম পাল যাদভ।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বলেন, 'ভারত ও বাংলাদেশের দুটি রাষ্ট্রীয় কম্পানি বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণ করছে। আমরা আশা করছি, বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদনে আসবে।'

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ভারত ও বাংলাদেশের বন্ধুত্ব আরো দৃঢ় করবে। এই উদ্যোগে শুধু ভারত-বাংলাদেশ নয়, সার্কের অন্য দেশগুলোও উপকৃত হবে। বিদ্যুৎকেন্দ্রটি সুন্দরবনের ক্ষতি করবে না। এ জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভারতের বিদ্যুৎসচিব প্রদীপ কুমার পূজারী বলেন, 'আন্তর্জাতিক সব মানদণ্ড অনুসরণ করে যাতে ভেল বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণ করে, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি।' প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ হবে বলে তিনি আশাবাদী।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এক্সিম ব্যাংক অব ইন্ডিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রটিতে ঋণ সহায়তা দেবে। কেন্দ্রটি উৎপাদন শুরু করবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে। দুটি সমান ক্ষমতার ৬৬০ মেগাওয়াটের ইউনিট নির্মাণ করা হবে। বিদ্যুৎকেন্দ্রের অর্ধেক মালিকানা থাকবে পিডিবির কাছে, বাকি অর্ধেক থাকবে এনটিপিসির কাছে। ঋণের বাইরেও ৩০ শতাংশ বিনিয়োগ থাকছে ভারত ও বাংলাদেশের।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎসচিব মনোয়ার ইসলাম, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা, এনটিপিসির চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর (সিএমডি) গুরুদীপ সিং ও পিডিবির চেয়ারম্যান শামসুল হানান মিঞা উপস্থিত ছিলেন।

তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, সমালোচনা ও বাধা উপেক্ষা করে সরকার সুন্দরবন ধ্বংসের চুক্তি করল। ১৬ জুলাই সংবাদ সম্মেলন করে কমিটি রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের ব্যাপারে পরবর্তী ঘোষণা দেবে।

www.shokalerkhobor24.com সত্য আমাদের শক্তি
সকালের খবর

রামপাল বিদ্যুেকন্দ্র নির্মাণে চুক্তি স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিবেদক: বহুল আলোচিত বাগেরহাটের রামপালে তাপ বিদ্যুেকন্দ্রের নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরিবেশবাদী ও নাগরিক প্রতিনিধিদের বিরোধিতার মধ্যেই ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াটের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুেকন্দ্রটি নির্মাণে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে কেন্দ্রটির মালিক ও পরিচালক বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী বিদ্যুত্ কোম্পানি (বিআইএফপিসিএল) এবং ঠিকাদার কোম্পানি ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেডের (ভেল) মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিদ্যুেকন্দ্রটি স্থাপনের জন্য বাংলাদেশের বিদ্যুত্ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) ও ভারতের এনটিপিসির যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয়েছে বিআইএফপিসিএল। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুত্, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বলেন, এই চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে আমাদের একটি বড় স্বপ্নের বাস্তবায়ন শুরু হল।

বিদ্যুত্, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্বে সবচেয়ে বড় প্রকল্প এই বিদ্যুেকন্দ্র। বিদ্যুত্ খাতে আমাদের সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্তও উন্মোচন করবে এই প্রকল্প। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে খরচ হবে প্রায় ২০০ কোটি মার্কিন ডলার।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ বলেন, পরিবেশ রক্ষা করেই বিদ্যুেকন্দ্রটি নির্মিত হবে। সব উদ্বেগ নিরসন করেই এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। ২০১৯ সালের জুলাইর মধ্যে এর নির্মাণকাজ শেষ করতে হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উজ্জ্বলতর দিন সামনে।

ভারতের বিদ্যুত্ সচিব প্রদীপ কুমার পূজারী বলেন, আন্তর্জাতিক সব মানদণ্ড রক্ষা করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বিদ্যুেকন্দ্রটি স্থাপিত হবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক আরও গতিশীল হবে। বাংলাদেশের বিদ্যুত্ সচিব মনোয়ার ইসলাম বলেন, শিগগিরই প্রকল্পটির ঋণচুক্তি সম্পাদিত হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সঠিক মান রক্ষা করে কেন্দ্রটি নির্মাণে ভেলের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা, ভারতের এনটিপিসির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক গুরদীপ সিং, বাংলাদেশ বিদ্যুত্ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিপি) চেয়ারম্যান শামসুল হাসান মিঞা, বিআইএফপিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক উজ্জ্বল কান্তি ভট্টাচার্য প্রমুখ।

সূত্র জানায়, গত ৩০ জানুয়ারি ভেলকে চিঠি দিয়ে চুক্তি করতে বলা হয়েছিল। শর্ত অনুযায়ী, চিঠি পাওয়ার ২৮ দিনের মধ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ভেলকে বিআইএফপিসিএলের সঙ্গে চুক্তি করার কথা। কিন্তু পরে এই সময় বাড়ানো হয়। গত বছরের ২২ সেপ্টেম্বর রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুেকন্দ্র স্থাপনে তিনটি কোম্পানি দরপ্রস্তাব জমা দেয়। এর মধ্যে রয়েছে যৌথভাবে জাপানের মারুবিনি করপোরেশন ও ভারতের লারসেন অ্যান্ড টুব্রো লিমিটেড এবং চীনের হারবিন ইলেকট্রিক ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি লি., ফ্রান্সের এএলএসটিওএম ও চীনের ইটিইআরএন। এছাড়া ভারতীয় কোম্পানি ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড (ভেল) এককভাবে দরপ্রস্তাব জমা দেয়। দরপ্রস্তাবের সঙ্গেই কোম্পানিগুলো কেন্দ্র স্থাপনের বিনিয়োগ কারা করবে তার নিশ্চয়তা নিয়ে এসেছিল।

চূড়ান্ত চুক্তি করার তিন মাসের মধ্যে অর্থনৈতিক চুক্তি করতে হবে। অর্থনৈতিক চুক্তির ৪১ মাসের মধ্যে প্রথম ইউনিট এবং ৪৬ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় ইউনিট উত্পাদনে আনতে হবে। বিআইএফপিসিএল সূত্র জানায়, এই কেন্দ্রের ৭০ শতাংশ অর্থ ঋণ নেওয়া হবে। এই ঋণ দেবে ভারতের এক্সিম ব্যাংক। বাকি ৩০ শতাংশ পিডিবি ও এনটিপিসি যৌথভাবে বিনিয়োগ করবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, এই কেন্দ্রের জন্য প্রতিদিন কয়লা লাগবে প্রায় ১০ হাজার টন। তবে এখন পর্যন্ত এই কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য কয়লার উত্স, কয়লা আনার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি নিশ্চিত হয়নি।

কেন্দ্রটির নির্মাণস্থল সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তসীমা থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে। আইন অনুযায়ী সুন্দরবনের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে এ ধরনের স্থাপনা করা যায় না। পরিবেশবাদী বিভিন্ন সংগঠন ও সুশীল সমাজের একাংশ প্রকল্পটিকে সুন্দরবন ধ্বংসকারী অভিহিত করে এর বিরোধিতা করছে। রামপালে কয়লা বিদ্যুেকন্দ্র স্থাপন করা পরিবেশবান্ধব হবে কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে ইউনেস্কো ইতোমধ্যে রামপাল এলাকা পরিদর্শন করেছে। তারা মনে করছে, রামপালে বিদ্যুেকন্দ্র হলে সুন্দরবনের ক্ষতি হবে

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
THE DAILY INQILAB www.dailyinqilab.com

ভারতীয় কোম্পানির সাথে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ চুক্তি সই | প্রকাশের সময় : ২০১৬-০৭-১৩ Share on - AddThis Sharing Buttons

বিশেষ সংবাদদাতা : বহুল আলোচিত রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ চুক্তি সই হয়েছে। গতকাল (মঙ্গলবার) সন্ধ্যায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে ভারতের কোম্পানি ভেল-এর সাথে এই চুক্তি হয়। 'বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানির (বিআইএফপিসিএল)' পক্ষে চুক্তিতে সই করেন উজ্জ্বল ভট্টাচার্য ও প্রেম পাল যাদব। চুক্তি সই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহি চৌধুরী, বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, বিদ্যুৎ সচিব ও ভারতের হাইকমিশনার উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ছিলেন বাংলাদেশ-ভারত যৌথ স্টিয়ারিং কমিটির আজ বুধবারের বৈঠককে কেন্দ্র করে দেশটির বিদ্যুৎ সচিব প্রদীপ কুমার পূজারি'র নেতত্বে আসা উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সকল সদস্য। চুক্তি সই শেষে জ্বালানি উপদেষ্টা ও বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, আমরা জানিয়ে দিয়েছিÑসরকার এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সব ধরনের সহযোগিতা করবে। তবে প্রকল্পটি অবশ্যই আগামী তিন বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০১৯ সালের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার এই কেন্দ্রটিতে উৎপাদিত সব বিদ্যুৎ কিনবে বাংলাদেশ। ভারতের বিদ্যুৎ সচিব প্রদীপ কুমার পূজারি বলেন, তারা যথাসময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। তিনি বলেন, এই প্রকল্পটি নির্মাণ করা হবে পরিবেশের সকল ভারসাম্য রক্ষা করেই। তিনি আরও বলেন, রামপালে কয়লাভিত্তিক এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি আন্তর্জাতিক মানের করেই গড়ে তোলা হবে। এদিকে চুক্তি সইয়ের পর আজ বুধবার যৌথ কমিটি রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র এলাকা পরিদর্শন করবেন। সেখান থেকে ফেরার পর বিকেলে অনুষ্ঠিত হবে যৌথ স্টিয়ারিং কমিটির সভা। এই সভায় দুই দেশের বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ২০১০ সাল থেকে সচিব পর্যায়ের এই কমিটি কাজ করছে। এ ছাড়া কর্মকর্তা পর্যায়ে রয়েছে একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ। আজ বুধবার সকালে এই গ্রুপের সভা হবে। জ্বালানি বিভাগ সূত্রে জানা যায়, ভারতের এই ভেল কোম্পানিই প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়ায় রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রটির নির্মাণ ঠিকাদার নির্বাচিত হয়েছে। গত ৩০ জানুয়ারি ভেলকে চিঠি দিয়ে চুক্তি করতে বলা হয়েছিল। শর্ত অনুযায়ী, চিঠি পাওয়ার ২৮ দিনের মধ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ভেলকে বিআইএফপিসিএল-এর সঙ্গে চুক্তি করার কথা। কিন্তু পরে এই সময় বাড়ানো হয়। গত বছরের ২২ সেপ্টেম্বর রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে তিনটি কোম্পানি দর প্রস্তাব জমা দেয়। এর মধ্যে যৌথভাবে রয়েছে জাপানের মারুবিনি করপোরেশন ও ভারতের লারসেন এন্ড টুব্রো লিমিটেড এবং চিনের হারবিন ইলেকট্রিক ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি লি, ফ্রান্সের এএলএসটিওএম ও চীনের ইটিইআরএন। এছাড়া ভারতীয় কোম্পানি ভারত হেভি ইলেক্ট্রিক্যালস লিমিটেড (ভেল) এককভাবে দরপ্রস্তাব জমা দেয়। দরপ্রস্তাবের সঙ্গেই কোম্পানিগুলো কেন্দ্র স্থাপনের বিনিয়োগ কারা করবে তার নিশ্চয়তা নিয়ে এসেছিল। চূড়ান্ত চুক্তি করার তিন মাসের মধ্যে অর্থনৈতিক চুক্তি করতে হবে। অর্থনৈতিক চুক্তির ৪১ মাসের মধ্যে প্রথম ইউনিট এবং ৪৬ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় ইউনিট উৎপাদনে আনতে হবে। এই হিসেবে কেন্দ্র স্থাপন শেষ হবে ২০১৯ সালের শেষে। রামপাল কেন্দ্রের ৭০ শতাংশ অর্থ ঋণ নেয়া হবে। এই ঋণ দেবে ভারতের এক্সিম ব্যাংক। বাকি ৩০ শতাংশ পিডিবি ও এনটিপিসি যৌথভাবে বিনিয়োগ করবে। সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন অনুযায়ী, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা (দেড় বিলিয়ন বা ১৫০ কোটি মার্কিন ডলার)। দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী ঠিকাদারই এই ঋণ সংগ্রহ করবে। এ ক্ষেত্রে ভারতের এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট (এক্সিম) ব্যাংক থেকে ভেল ঋণের অর্থ পাবে। জানা যায়, ২ শতাংশ সুদে ঠিকাদারের মাধ্যমে এই অর্থ পাওয়া যাবে। তবে অন্য একটি সূত্র জানিয়েছে, ঋণের সুদের হার আরও বেশি হবে। রামপালে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা পরিবেশবান্ধব হবে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে ইউনেসকো ইতিমধ্যে রামপাল এলাকা পরিদর্শন করেছেন। অন্যদিকে, বাংলাদেশের একাধিক পরিবেশবিদ এই কেন্দ্র স্থাপনের বিরোধিতা করে আসছে। তারা মনে করছেন, রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্র হলে সুন্দরবনের ক্ষতি হবে। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) ও ভারতের এনটিপিসির যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয়েছে বিআইএফপিসিএল। বর্তমানে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সচিব এই কোম্পানির চেয়ারম্যান। এছাড়া এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকবেন এনটিপিসির একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। এই প্রকল্পের জন্য ঠিকাদারকে যেসব যন্ত্রপাতি (ক্যাপিটাল মেশিনারিজ) আনতে হবে, তা শুল্কমুক্ত হবে কি না, সে বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সিদ্ধান্ত পেতে দেরি হওয়ায় নির্মাণ চুক্তি সই পিছিয়ে যায়। তবে চুক্তি সইয়ের পর দ্রুততম সময়েই নির্মাণকাজ শুরু হবে বলে গতকাল দু'দেশের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। তবে এখন পর্যন্ত এই কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য কয়লার উৎস, কয়লা আনার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি নিশ্চিত হয়নি। বিআইএফপিসিএলের একটি সূত্র বলেছে, কেন্দ্রটি নির্মাণে সময় লাগবে প্রায় চার বছর। কয়লা লাগবে তার পরে। কাজেই কয়লার উৎস ও আমদানির প্রক্রিয়া পদ্ধতি নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট সময় হাতে আছে। এই কেন্দ্রের জন্য প্রতিদিন কয়লা লাগবে প্রায় ১০ হাজার মেট্রিক টন। কেন্দ্রটির নির্মাণস্থল সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তসীমা থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে। আইন অনুযায়ী সুন্দরবনের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে এ ধরনের স্থাপনা করা যায় না। তবে পরিবেশবাদী বিভিন্ন সংগঠন ও সুশীল সমাজের একাংশ প্রকল্পটিকে সুন্দরবন ধ্বংসকারী অভিহিত করে এর বিরোধিতা করছে। আর সরকার বলছে, পরিবেশবিজ্ঞানী, গবেষক ও এ-সংক্রান্ত উচ্চতর প্রকৌশল জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের পরামর্শ নিয়েই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তা ছাড়া এই প্রকল্পে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি (সুপার ক্রিটিক্যাল) ব্যবহৃত হবে। তাই সুন্দরবনের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা অমূলক।

The Daily Star

Rampal plant's wheels set in motion

Bangladesh-India Friendship Power signs $1.49b contract with Bharat Heavy Electricals

STAR BUSINESS REPORT

A Bangladeshi-India joint venture company yesterday signed an agreement with India's state-run Bharat Heavy Electricals Ltd, paving the way for the start of construction of the much-debated Rampal coal power plant.

The engineering, procurement and construction deal worth $1.49 billion was signed between the Bangladesh-India Friendship Power Company Ltd and BHEL at Sonargaon Hotel in Dhaka yesterday.

Pradeep Kumar Pujari, power secretary of India, praised the deepening cooperation between the two countries, including in energy cooperation.

"The signing of the agreement is a milestone in the relationship between the two countries," said Harsh Vardhan Shringla, high commissioner of India to Bangladesh.

The total project cost is about $2 billion, said Nasrul Hamid, state minister for power of Bangladesh.

The construction for the project will start within three to four months, said Gurdeep Singh, chairman of National Thermal Power Corporation, India's largest coal power company. The plant is expected to go into commercial production by July 2019.

"We will provide all cooperation but we will not be extending the deadline," said M Abul Kalam Azad, principal secretary to the prime minister.

Shringla also said that he hoped the project would not face cost and time overruns.

There is scope to fast-track the project, said Tawfiq-e-Elahi Chowdhury, energy adviser to the prime minister.

BHEL has emerged as the lowest bidder for the 1,320-megawatt coal-based power plant known as Maitree Super Thermal Power Project.

NTPC has formed a joint venture, BIFPLC, with Bangladesh Power Development Board on a 50:50 share basis to develop the plant.

Indian government's external lending arm, Exim Bank, has backed up BHEL's offer with nearly 70 percent funding of the project.

READ MORE ON B3

Rampal plant's wheels set in motion

FROM PAGE B1

The proposed power plant will have two units of 660MW that will generate power for local consumption, as nearly 40 percent of the population does not have access to electricity. Environmentalists have been up in arms against the power plant because of its proximity to the Sundarbans, the world's largest mangrove forest and a Unesco World Heritage Site.

The project poses significant adverse social and environmental risks and impacts that are diverse and irreversible, according to Bank Track, a Netherlands-based coalition of organisations "targeting the operations and investments of private sector banks and their effect on people and the planet".

Green activists are concerned that the plant would lead to its environmental degradation from increased ship traffic, dredging, and air and water pollution.

Coal-fired thermal power plants belch toxic gases that could impact wildlife and human health and forest quality in the neighbourhood, leading the country's many environmentalists to continue their call to scrap the plant.

The Rampal plant is located just 14 kilometres upstream of the Sundarbans and is estimated to burn 4.72 million tonnes of imported coal a year.

However, senior officials from both Bangladesh and India yesterday contended that the coal plants will have little or no impact on the forest, saying they will use the latest technology to mitigate pollution and are following stringent environmental guidelines, Bangladeshi laws and international standards.

"I will not make a tall comment. Time will tell. This will be the most efficient power plant in Bangladesh as we are following international standards properly," said Ujjwal Kanti Bhattacharya, managing director of BIFPCL.

The company is taking the most stringent environmental protection measures, and the plant would not harm cultural heritage and biodiversity and living natural resources, he said. Singh of NTPC added: "We are providing the best technology and meeting the best standards."

The project was originally expected to be awarded by early 2014 with the target to begin commercial power generation from 2017. But in the face of environmental concerns, the authorities took extra time to refine tender guidelines and requirements.

BIFPLC will fund 30 percent of the project cost and the rest will come from the contractor in the form of loans.

The plant will run on imported coal, said Md Shamsul Hasan Miah, chairman of BPDB. Currently, the country gets the bulk of its energy from natural gas, which accounts for about 70 percent of electricity production.

As the demand for power is fast rising, Bangladesh is seeking to diversify the country's energy mix amid dwindling domestic gas reserves and volatile global oil markets.

Despite sitting on high quality coal reserves, only 3 percent of the electricity generated in the country now comes from coal, with the government planning to produce 20 percent of power from coal by 2041.

Bhattacharya of BIFPCL and Prem Pal Yadav, general manager of BHEL, signed the agreement.

the daily observer
We stand for people's rights

Rampal power plant deal signed with India's BHEL

Special Correspondent

Bangladesh-India Friendship Power Company Limited (BIFPCL) last night signed the much-talked about major deal on Engineering Procurement and Construction (EPC) with an Indian firm Bharat Heavy Electricals (BHEL) to implement 1320MW coal- fired Rampal power project near Sundarban.

This project was

SEE PAGE 2 COL 5

Rampal power

FROM PAGE 1

crawling for last one year as the company failed to manage funds from international market and the opposition of the environment activists.

Bangladesh-India Friendship Power Company Limited (BIFPCL) Managing Director Uzzal K Bhattacharya and Indian Bharat Heavy Electricals (BHEL) General Manager Prem Pal Yadav signed the $ 1.49 billion EPC contract on behalf of their organisations.

Bangladesh Power Development Board (BPDB) and India's NTPC had signed a Memorandum of Understanding (MoU) in 2010 for building the Rampal power plant. The projected cost of the coal-based super critical power plant is Tk. 14,999 crore. Of that amount, the BPDB will provide Tk. 4,500 crore from its own fund. The rest of the money will be procured as a loan from India's Exim Bank. The tentative completion date of the plant is June 2019.

As per the deal, the Indian firm will complete construction of the plant within 36 months. Bangladesh and India each own equally 50 per cent share of this project and NTPC is the authority.

JSC meet with India on power tomorrow

Shahnaj Begum

India's Power Secretary Pradeep Kumar Pujari arrived in Dhaka on Tuesday to attend the Joint Steering Committee (JSC) meeting on power sector cooperation between Bangladesh and India.

Power Division on Sunday at a high level meeting reviewed preparations for this 11th JSC meeting tomorrow (Thursday).

Officials said Pujari is leading a nine-member Indian delegation.

The import of 500MW of electricity from Indian open market and other three issues will come up for discussion in the JSC meeting.

SEE PAGE 2 COL 1

JSC meet with India on power

FROM PAGE 1

These three issues are financing a new 400KV grid sub-station at Bheramara, measures to facilitate Bangladesh-India private sector to invest in Joint Venture (JV) assessing direct investment in power and energy business and reviewing progress of the Bangladesh-India Friendship project, the much-talked- about 1320 MW coal-fired Rampal power plant.

It will take two and half years to import fresh 500MW power from India, according to an official, but Bangladesh is considering the issue on emergency basis as no mega power project will be materialised by that time.

"If a deal could be struck it would add huge power to the national grid when demand for electricity is growing by 35 per cent in urban areas and 10-12 per cent in rural areas per annum," he said.

The meeting was scheduled to be held on June 30 but the date was deferred and new schedule is July 14.

"This amount will be imported from Indian open market under Special Power and Energy Enhancement Act-2015 to meet the growing demand," the official added.

To meteralise the idea, Power Division has already short-listed Indian firms to import electricity for a 15-year period as per the Memorandum of Understanding (MoU) on power sector cooperation between the two countries.

But Indian side has not finilised the cross border power trading policy till now and due to that Power Division has failed to get any guideline to develop the tariff structure and complete financial evolution of any bid submitted by the Indian companies, an official said.

In 2015, the then Indian Power Secretary P K Sinha was happy over the ongoing Bangladesh-India power projects.

Sinha also described the progress in Rampal plant as 'very smooth.' But this time they may raise question about the tax issues.

Meanwhile, the Power Division has decided to extend power purchase agreement (PPA) with Power Trading Corporation or PTC of India for another six months to import 250MW of electricity from Indian open market under Special Power and Energy Enhancement Act-2015.

A nine-member special committee led by Bangladesh's Power Secretary Monowar Islam has endorsed the idea as the deal to import electricity from the PTC will expire on July 31.

The government has been importing a total of 540MW of electricity from India since October 5, 2013 through Bheramara grid line.

A number of Indian private companies showed interest in investing in Bangladesh including multinational Reliance, GMR, NTPC.

Presently, Dhaka imports a total of 500MW of electricity - 50 percent from Indian public sector and the rest from Indian private sector - to increase power supply in the country but there is 40-50 MW transmission loss, Power Division sources said.

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL

SUN PHOTO

Bangladesh-India Friendship Power Company Ltd. Managing Director Ujjwal K Bhattacharya and Bharat Heavy Electricals Ltd. General Manager Prem Pal Yadav exchange documents after signing an agreement on Rampal power plant at a ceremony in the city on Tuesday. (*Story on Page 1*)

Rampal Power Plant

$1.5b deal signed with Indian firm

STAFF CORRESPONDENT

The Bangladesh-India Friendship Power Company Limited (BIFPCL) signed a major deal with an Indian firm on Tuesday to construct the 1320MW Rampal power plant near Sundarbans.

BIFPCL Managing Director Ujjwal K Bhattacharya and Bharat Heavy Electricals Ltd. (BHEL) General Manager Prem Pal Yadav signed the USD 1.49 billion engineering, procurement & construction (EPC) contract.

Under the agreement, BHEL will set up two units, each having 660 MW capacity, on a turnkey basis with financing from Indian Exim Bank with ultra super critical technology and equipment within 36 months.

Prime minister's energy adviser Dr Tawfiq-e-Elahi Chowdhury, state minister for power and energy Nasrul Hamid, Prime minister's principal secretary Abul Kalam Azad, power secretary Monowar Islam, power secretary of India Pradeep Kumar Pujari, NTPC chairman Gurdeep Singh, BPDB chairman M Shamsul Hasan Miah, Indian High Commissioner in Dhaka Harsh Vardhan Shringla

Page 15 Col 1

$1.5b deal

From Page 1

attended the signing ceremony held at Hotel Sonargaon in the city.

Speaking at the ceremony, Dr Tawfiq-e-Elahi hoped that the power plant will be completed within the scheduled time. This will be a world-class power plant and it will not have any negative impact on the Sundarbans.

Nasrul Hamid said the overall project cost might exceed $2 billion although the contract value is $1.49 billion.

According to the power division's documents, the project cost was USD1.39 billion. But yesterday's EPC contract [USD 1.49 billion] did not mention why the project cost went up by around USD 10 million.

The state minister, however, hinted that the overall project cost would go up.

The power division officials said the overall project cost is yet to be known as it is the country's first-ever coal-based power plant. The project cost may increase gradually depending on the costs of raw materials.

So, per unit power generation cost at the plant remains unknown.

Earlier, environmentalists urged the government several times to scrap the project, saying that it will harm Sundarbans.

The Dhaka Tribune

Deal signed for construction of Rampal coal plant

Ishtiaq Husain

An agreement was signed with Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), India yesterday to build the 1,320MW coal-fired power plant at Rampal of Bagerhat, near the Sundarbans mangrove forest.

The $1.49 billion is likely to start producing electricity in 2019. It would be financed by Indian Exim Bank.

Bangladesh-India Friendship Power Company (Pvt) Limited signed the contract agreement for main plant EPC (turnkey basis) package with BHEL at Pan Pacific Sonargaon Hotel in Dhaka.

BHEL General Manager Prem Pal Yadav and BIFPCL Managing Director Ujjal Kanti Bhattacharya signed the agreement on behalf of their organisations.

BIFPCL selected BHEL through an international open bidding process. BHEL was found technically qualified and financially most effective.

Prime Minister Sheikh Hasina and then Indian premier Manmohan Singh unveiled the foundation plaque of the project on October 5, 2013.

Advisor to the Prime Minister on Power and Energy Tawfiq-e-Elahi Chowdhury yesterday said: "We are setting the best example by building this project despite huge criticisms."

State minister for Power and Energy Nasrul Hamid and High Commissioner of India in Dhaka Harsh Vardhan Shringla said that it was the biggest friendship project between the two countries.

Terming the agreement "historic," Power Secretary of India Pradeep Kumar Pujari claimed that it would not create any adverse impact on the environment as "two large and most experience entity of India are involved in this project. It will be completed on time maintaining international standards."

Demanding that the plant be shifted from the current location, local and international green activists have been opposing the construction of the project fearing that it would harm the Sundarbans, River Pashur and the nearby areas in the long-run.

The government, however, claims that they would take all necessary measures to prevent pollution.

The New Nation
Independent Daily

Deal to build Rampal power plant signed

Anisul Islam Noor

Ignoring widespread protests among locals and green activists, Bangladesh-India Friendship Power Company Limited and Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) have signed engineering, procurement and construction contract on Rampal thermal power project on Tuesday.

"No body will be able to stop the development of the country by creating militancy or any other terrorism activities," Prime Minister's Adviser for Power, Energy and Mineral Resources Dr Tawfiw-e-Elahi Chowdhury said while addressing the signing ceremony as chief guest.

"The people of our country peace loving, they are religious minded and hate terrorism and militancy," he added.

Tawfiq Ilahi urged the youths to work for the betterment of the country and not to be involved with any heinous activities instigated by the evil force.

State Minister for Power, Energy and Mineral Resources Nasrul Hamid spoke at the function as the special guest.

Principal Secretary Abul Kalam Azad, Power Secretary of Bangladesh Monowar Islam, Indian Power Secretary Padeep Kumar Pujari, Indian High

Contd on page-2 Col-1

Deal to build Rampal

Cont from page 1

Commissioner to Bangladesh Harsh Vardhan Shrngla, Chairman and Managing Director of National Thermal Power Corporation (NTPC) India Gurdeep Singh, Chairman of Bangladesh Power Development Board (BPDB) Md. Shamsul Hasan Mia, representative of BHEL Prem Pal Yadav and Managing Director of BIFPCL Ujjal Kanti Bhattacharya, among other, spoke on the occasion..

Ujjal Kanti Bhattacharya and Prem Pal Yadav signed the deal on behalf of their respective sides.

As per the contract the BHEL will supply the necessary equipment for the project. The government hopes to implement the project on time although the contract already delayed.

The contract value of the project is 1.49 billion USD which will be financed by Indian Exim Bank. Bangladesh has to pay the loan with 1.5 per cent interest. The plant is expected to come to generation during the fiscal year 2019-20.

BIFPCL is a company registered in Bangladesh and promoted by BPDB and NTPC with equal (50:50) equity contribution for development of power project. It is one of the fast tract projects identified by the government of Bangladesh, sources said.

The government expects to begin generating electricity at Rampal power plant by December 2018. The cost of the total project implementation is around US$2 billion. BIFPCL Project is a 2x660 Megawatt coal-based power project with super critical technology being developed at Rampal in Bagerhat district under Khulna Division.

Ujjal Kanti Bhattacharya told The New Nation that, "We are trying to implement the project in time. Already we have started to develop the project site."

"Coal will be cost-effective for Rampal project. There are no alternative of coal as fuel for the project. Coal will be used in an environment-friendly way," he said.

However, BHEL will have to make the first unit operational within 41 months and the second unit within 46 months, right after the financial agreement is being signed.

70 per cent funding of the Rampal's project cost will be collected as a loan and the rest 30 percent will be borne by PDB and NTPC collectively.

theindependent

Rampal power deal signed

STAFF REPORTER

Bangladesh-India Friendship Power Company Limited (BIFPCL) yesterday signed an agreement with Bharat Heavy Electrical Limited (BHEL) to set up the much talked about 1,320MW (2 units of 660MW) coal-fired Rampal power plant near the world's largest mangrove forest, the Sundarbans.

The projected cost of the coal-based supercritical power plant is Tk 14,999 crore. Of that amount, the BPDB will provide Tk 4,500 crore from its own funds. The rest of the money will come as a loan from India's Exim Bank. The plant is expected to start power generation during 2019-2020 fiscal, according to a BIFPCL press

SEE PAGE 19 COL 1

Rampal power

FROM PAGE 1 COL 1

release. The contract signing ceremony took place at a hotel in the capital where high officials of the BHEL and BIFPCL put ink on papers for their respective sides.

The adviser to the prime minister on energy affairs Tawfiq-e-Elahi Chowdhury, State Minister For Power and Energy Ministry Nasrul Hamid Bipu, Power Secretary Monowar Islam, Indian Power Secretary Pradeep Kumar Pujari, Indian High Commissioner to Bangladesh Harsh Vardhan Shringla, Chaiman of India's NTPC Limited Gurdeep Singh, BPDB Chairman Shamsul Hasan Miah, BHEL representative Prepal Yadav and Managing Director of BIFPCL Ujjal Kanti Bhattacharya, among others, were present at the ceremony.

Environmentalists criticised the government move saying the deal was signed despite the government is in a "dialogue mode" with them over the power project.

Nasrul Hamid Bipu yesterday told reporters that government was trying to convince the environmentalists that the project will not do any harm to the environment.

Environmentalists maintain that the power project will cause massive and irreparable damages to the flora, fauna and ecology of the Sundarbans, a UNESCO World Heritage Site, which is also a home to the Royal Bengal Tiger.

theindependent

Delhi for another JV power plant in Ctg

Dhaka reluctant as Rampal plant draws flak

SHAHED SIDDIQUE

India is pushing for setting up another joint venture coal-based power plant in Chittagong while Bangladesh is reluctant to go for the project for now, sources in the power, energy and mineral resources ministry said.

Bangladesh is unwilling to go ahead with the 1,320-MW plant in Chittagong as the Rampal coal-based power plant project has drawn criticism from different quarters, they said.

The Indian proposal for the joint venture between an Indian state-owned company and the Bangladesh Power Development Board (BPDB) will be tabled at a meeting of the joint steering committee (JSC) of India and Bangladesh on power today.

The power secretaries of the two countries will lead the meeting, a government official said.

"We are unwilling to go for the proposed 1,320-MW coal-based power plant in Chittagong as the Rampal project has already drawn controversy, with environmentalists claiming that the plant would destroy the ecology of the Sundarbans, a UNESCO world heritage site," a JSC member told The Independent requesting not to be named.

Asked about the reason for Bangladesh's reluctance, the official said the government is not interested to have any more joint ventures with India at present, as its target is to complete the Rampal project by 2020.

The Rampal project contains equal shares of two

SEE PAGE 2 COL 5

Delhi for another JV power plant in Ctg

FROM PAGE 1 COL 5

state-owned companies of the two countries.

A power ministry official said the government has already given green signal to set up some power plants by Indian Reliance and Adani Group in Chittagong and Meghnaghat, and the BPDB is working on it.

"At this moment, the BPDB is not interested in any other Indian proposal," he affirmed.

Reliance is going to build a LNG-based 3,000-MW power plant in Maheshkhali and Meghnaghat. The Adani Group is setting up a coal-based 1,600-MW power plant in the Indian part of Jharkhand. Adani will send the power to Bangladesh through a 50-km grid line.

The proposed price is close to Tk 8 per unit, a BPDB official told The Independent.

But from Bangladesh's side, the JSC will seek help from India to set up a 1,125-MW hydro power plant at Monger Gola in Bhutan. Bangladesh needs a corridor facility to import the Bhutanese power. A government official said without India's consent, the project would not see the light.

Meanwhile, Bangladesh will import 500MW more power through the Bahrupur border. The issue will be discussed at today's meeting.

The BPDB and India's NTPC had signed a memorandum of understanding (MoU) in 2010 for building the Rampal power plant. The projected cost of the coal-based supercritical power plant is Tk 14,999 crore. Of that amount, the BPDB will provide Tk 4,500 crore from its own funds. The rest of the money will come as a loan from India's Exim Bank.

FE The Financial Express

BD, India sign Rampal power plant deal

FE Report

Bangladesh India Friendship Power Company Limited (BIFPCL) inked deal with India's state-owned company Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) on Tuesday for construction of the 1,320 megawatts (MW) Maitree Super Thermal Power Plant at Rampal in Bagerhat.

With the signing of the deal BHEL gets the responsibility to complete

Continued to page 7 Col. 4

BD, India sign Rampal

Continued from page 1 col. 5

construction of the coal-fired power plant by July 2019 as the engineering, procurement and construction (EPC) contractor.

The contract value is US$ 1.49 billion, which will be financed by Indian Exim Bank. The total project cost is around $2.0 billion.

BIFPCL, a joint venture (JV) between the state-run Bangladesh Power Development Board (BPDB) and India's National Thermal Power Corporation (NTPC), awarded BHEL the EPC contract following a competitive bidding. BPDB and NTPC have 50:50 equity partnerships in BIFPCL.

Prime Minister's Energy Adviser Dr Tawfiq-e-Elahi Chowdhury Bir Bikram was the chief guest at the deal signing ceremony. State Minister for the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources Nasrul Hamid, Principal Secretary of Prime Minister's Office Abul Kalam Azad, Power Secretary Monowar Islam, Power Secretary of India Pradeep Kumar Pujari, High Commissioner of India to Bangladesh Harsh Vardhan Shringla, NTPC chairman and managing director Gurdeep Singh, BPDB chairman Md Shamsul Miah, BIFPCL managing director Ujjal Kanti Bhattacharya anf BHEL representative Prem Pal Yadav spoke on the occasion, among others.

Tawfiq-e-Elahi Chowdhury in his speech urged BHEL to build the plant in such a way that it becomes an example to the world for its state-of-the-art technology in terms of a coal-fired power plant.

Mr Hamid said the power plant project will strengthen the existing friendship between the two neighbouring countries.

Mr Azad urged the contractor to complete construction of the project in time.

The Indian power secretary assured Bangladesh of completing the project in time, and said it will have no adverse impact on environment.

The Indian high commissioner also gave assurance from the government of India to implement the project in the best possible manner and on time.

The NTPC chairman said the power plant will be of international standard and one of the best state-of-the-art plants.

The Rampal plant is the first-ever JV power plant between Bangladesh and India. It will be NTPC's first power plant venture outside India.

The power plant, to be located on 1,834 acres of land, will be operated with imported coal, sourced from Indonesia, South Africa, Australia and Mozambique. Around 11,000 tonnes of coal will be required everyday to run the power plant with 85 per cent plant factor. BPDB will purchase electricity of the plant from BIFPCL for 25 years.

mazizur.rahman@outlook.com

NEW AGE
THE OUTSPOKEN DAILY

Rampal power plant: Contract signed with Indian co

July 13, 2016 12:31 am·0 CommentsViews: 51

Staff Correspondent

Bangladesh-India Friendship Power Company on Tuesday signed a $1.49 billion contract with an Indian company to construct a coal-fired power plant near the Sunderbans, the world's largest mangrove forest.

Under the contract, Bharat Heavy Electricals Limited will construct a 1,320MW coal-fired power plant at Rampal, Bagerhat by 2019.

BIFPCL managing director Ujjal Kanti Bhattacharya and BHEL general manager Prem Pal Yadav signed the contract for their respective sides at a Dhaka city hotel.

BIFPCL and BHEL signed EPC contract a day ahead of secretary-level meeting of Bangladesh and India on bilateral cooperation in energy sector.

BIFPCL, a 50-50 joint venture of Bangladesh Power Development Board and India's National Thermal Power Corporation, is implementing the project.

BHEL, on behalf of its employer BIFPCL, will borrow $1.5 billion funding from India's EXIM Bank.

The major move was made towards implementation of the controversial project amid an ongoing dialogue between the Bangladesh government and the green activists.

Sultana Kamal, convener of National Committee for Saving the Sunderbans, leads the environmentalists and other critics while the state minister for power, energy and mineral resources Nasrul Hamid leads the government side.

Bangladesh Paribesh Andolan general secretary Md Abdul Matin said that the government was going ahead with the controversial project ignoring the concerns raised by academics as well as green activists at home and abroad.

Matin said that the government decision to implement the Rampal project was illogical, unscientific and undemocratic.

He also said that PDB and NTPC had formed the joint venture company in 2012 three days after a meeting where they had demanded cancelation of the project.

Nasrul Hamid told New Age that the dialogue with the green activists would continue.

When asked why the government was carrying the implementation of the project amid a dialogue, Nasrul Hamid told New Age that the dialogue was never meant for cancelation of the project.

Rather, he said that his agenda was to assure the critics that the project would not harm to the Sunderbans.

July 12, 2016

Deal Signed To Build 1320-MW Rampal Power Plant

EB Report

An engineering, procurement and construction (EPC) agreement was signed here today to set up the 2×660 MW Maitree Super Thermal Power Project at Rampal Upazila under Bagerhat district.

Bangladesh-India Friendship Power Company (Pvt) Limited (BIFPCL) signed the agreement for Main Plant EPC (Turnkey) Package with Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), India, at Pan Pacific Sonargaon hotel in the city.

General Manager of BHEL Prem Pal Yadav and Managing Director of BIFPCL Ujjwal Kanti Bhattacharya signed the deal on behalf of their respective institutions.

The BIFPCL selected the BHEL through an international open bidding process as BHEL was found technically qualified and financially most competitive.

Construction of the project would contribute immensely to the overall development of the country especially its power sector. The contract value of the project is $ 1.49 billion, which will be financed by Indian Exim Bank.

The plant is expected to come to generation during the financial year 2019-20.

The project was adopted stringent environmental norms with highly efficient machineries. The state of art technology has been selected for this project to make it an environment-friendly project.

Moreover, the BIFPCL has voluntarily adopted various measures to safeguard the environment and also to uplift the livelihoods of local people.

Among others, the contract agreement signing ceremony was attended by the Advisor to the Prime Minister of Bangladesh on Power, Energy, and Mineral Resources, Dr Tawfiq-e-Elahi Chowdhury. He addressed the function as chief guest while State Minister for Power, Energy and Mineral Resources Nasrul Hamid joined it as special guest.

Principal Secretary to Prime Minister Office Abul Kalam Azad, Power secretary Monowar Islam, Power Secretary of India Pradeep Kumar Pujari, High Commissioner of India to Bangladesh Harsh Vardhan Shringla, Chairman and Managing Director on NTPC Limited, India Gurdeep Singh and Chairman of Bangladesh Power Development Board (BPDB) M Shamsul Hasan Miah addressed it as guests of honor.

The BIFPCL is a registered company in Bangladesh and promoted by BPDB of Bangladesh and NTPC Limited of India with equal (50:50) equity contribution for development of power projects in Bangladesh.

Maitree Super Thermal Power Project is the first such project being developed by BIFPCL and it is one of the Fast Tract Projects identified by Bangladesh government.

abnews24.com সবার আগে সব খবর

Power to All by 2021

Print

Dhaka, 14 July, Abnews: The Main Plant EPC contract (Turnkey) package for the 2x 660 MW Maitree Super Thermal Power Plant at Rampal, Bagherhat was signed on 12 June at Dhaka. Hon'ble Minister of State for Power, Energy and Mineral Resources H.E. Mr. Nasrul Hamid, Power Secretary of India Mr. Pradeep Pujari, High Commissioner of India H.E. Mr. Harsh Vardhan Shringla and other dignitaries were present during the occasion.

Bharat Heavy Electrical Ltd (BHEL), India's largest engineering and manufacturing company and one of the six elite 'Maharatna' companies of India was awarded the contract after being identified as technically qualified and financially competitive among the six bidders who participated in the tender international tender for EPC contractor for the project floated by BIFPCL in February 2015. The estimated cost of the project is US$ 1.68 billion.

BHEL is engaged in the design, engineering, manufacturing, construction, testing, commissioning and servicing of a wide range of products, systems and services in core sectors such as power, transmission, industry, transportation, renewable energy, oil & gas and defence. The cumulative overseas installed capacity of BHEL manufactured power plants is approximately 10,000 MW spread across 21 countries.

The Joint Venture Company "Bangladesh-India Friendship Power Company (Pvt.) Limited" was incorporated in Dhaka in 2012 pursuant to the signing of a MoU on Cooperation in the Power Sector between India and Bangladesh on 11 January 2010. On 29 January 2012, the National Thermal Power Corporation of India and Bangladesh Power Development Board (BPDB) signed a Joint Venture Agreement to build a 1,320 MW coal-fired thermal power plant named the "Maitree Super Thermal Plant" at Rampal, Bagherhat district, Bangladesh.

The signing of the of the EPC contract for the Maitree Super Thermal Power Project at Rampal, Bagherhat represents an important milestone in the cooperation between India and Bangladesh in the power sector.

The success of the multifaceted and extensive cooperation between the two countries in the power sector is increasingly being regarded as a new paradigm for mutually beneficial cooperation between two neighboring countries.

India is already transmitting power to Bangladesh's on the Behrampore-Behramara line. Recently, the second grid interconnection from Agartala, India to Comilla, Bangladesh was inaugurated jointly by the two Prime Ministers of the respective countries and the finances were arranged by EXIM Bank under the special financing package for strategic projects approved by the Government of India.

Also, more proposals in the power sector are under the consideration from both sides and Prime Minster Shri Narendra Modi has conveyed that India stands committed to working "shoulder to shoulder" with Bangladesh to achieve its vision of 'power to all' by 2021.